



10680 - স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ও স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

প্রশ্ন

কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারমূহ কী কী? অন্যভাবে বললে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বসমূহ কী কী?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

স্বামীর উপর স্ত্রীর বশে কিছু আর্থিক অধিকার রয়েছে। যথা: মোহরানা, ভরণ-পোষণ, বাসস্থান। আর কিছু অধিকার রয়েছে যা আর্থিক নয়। যমেন: স্ত্রীদরে মাঝে বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় বজায় রাখা, তাদরে সাথে উত্তমরূপে জীবনযাপন করা, স্ত্রীর ক্ষতি না করা। অন্যদিকে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহের মাঝে রয়েছে: আনুগত্যের আবশ্যিকতা, স্বামীর কাছে নজিকে উপভোগের জন্য সমর্পণ করা, স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে ঘরে প্রবশেরে অনুমতি না দেওয়া, স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সদাচরণ করা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বশে কিছু অধিকার আবশ্যক করেছে। এর বিপরীতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও কিছু অধিকার দিয়েছে। কিছু অধিকার রয়েছে যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপরই আবশ্যিক। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এবং আলমেদরে বক্তব্য ও ব্যাখ্যার সাহায্যে আমরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করব।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ

স্ত্রীর বশিষে অধিকারসমূহ:

স্বামীর উপর স্ত্রীর কিছু আর্থিক অধিকার রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: মোহরানা, ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান। আর রয়েছে কিছু অধিকার যা আর্থিক নয়। যমেন: স্ত্রীদরে মাঝে বণ্টন, স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ ও স্ত্রীর ক্ষতি না করা।

১. আর্থিক অধিকারসমূহ:

ক. মোহরানা: মোহরানা হলো সেই অর্থ যা স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে অথবা দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পাওয়ার অধিকারী হয়। এটিনারীর প্রতি পুরুষের উপর আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“নারীদেরকে সানন্দে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও।” [সূরা নসি: ৪] মোহরানার বধিান বধিবিদ্ধ করার মাধ্যমে বৈবাহিক চুক্তির গুরুত্ব ও অবস্থান প্রকাশ করা হয়েছে এবং নারীকে সম্মানতি ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

অধিকাংশ ফকহিরে মতে মোহরানা বিবাহের শর্ত বা রুকন নয়; বরং এটি বিবাহের ফলস্বরূপ প্রাপ্য অধিকার। যদি বিবাহের সময় মোহরানা উল্লেখ না করা হয়, তবুও বিবাহ সঠিক হব, এ বিষয়ে অধিকাংশ আলমে একমত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“স্ত্রীদের স্পর্শ করার কথিবা তাদের জন্য মোহরানা ধর্য করার আগই যদি তোমরা তাদেরকে তালাক না দাও তাহলে তোমাদের কোনও দোষ হব না।” [সূরা বাকার: ২৩৬]

স্পর্শ এবং মোহরানা নির্ধারণের আগে তালাকের বধিতা প্রমাণ করে যে, বিবাহের সময় মোহরানা নির্ধারণ না করাও বধি।

যদি বিবাহের সময় মোহরানা নির্ধারণ করা হয়, তবে স্বামীর উপর তা আদায় করা আবশ্যিক। আর যদি নির্ধারণ না করা হয়, তবে স্ত্রী ‘মহর মসিল’ (তার সম্মানের নারীদের মহর অনুযায়ী) পাওয়ার অধিকারী হব।

খ. ভরণপোষণ: ইসলামের আলমেরা একমত যে, স্ত্রীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীদের উপর ফরয, যদি স্ত্রী স্বামীর জন্য নিজেকে সমর্পণ করে এবং অবাধ্য না হয়। যদি স্ত্রী নিজেকে সমর্পণ না করে কথিবা অবাধ্য হয়, তবে সে ভরণপোষণের অধিকারী হব না।

ভরণপোষণ আবশ্যিক হওয়ার মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা হলো: বিবাহের চুক্তির ফলে স্ত্রী স্বামীর অধীনে থাকে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে ঘররে বাইরে যেতে পারে না। তাই স্বামীর কর্তব্য হলো তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এবং তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীকে দাম্পত্য অধিকার ও উপভোগের সুযোগ প্রদান করে।

ভরণপোষণ বলতে বোঝায়: স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান ও পোশাকের ব্যবস্থা করা। স্ত্রী ধনী হলেও এসব তার প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



“সন্তানরে পতিকে যথোচিতভাবে মায়দেরে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে।”[সূরা বাকারা: ২৩৩]

তিনি আরো বলেন:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত (সংকুচিত) করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে।”[সূরা তালাক: ৭]

সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু সুফিয়ানরে স্ত্রী হিন্দ বনিতা উতবা এসে স্বামীর ভরণ-পোষণ না দেওয়ার অভিযোগ করলে তিনি তাকে বললেন: “তুমি তার সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা যথেষ্ট হয় তা গ্রহণ কর।”

আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, আবু সুফিয়ানরে স্ত্রী হিন্দ বনিতা উতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবশে করে বললেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি, সে আমাকে ও আমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট খরচ দিয়ে না। আমি কি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে নতি পাবি?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যা যথেষ্ট হয় তা গ্রহণ করো।”[হাদীসটি বুখারী (৫০৪৯) ও মুসলিম (১৭১৪) বর্ণনা করেন]

জাবরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, বদীয় হজরে ভাষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানতের মাধ্যমে গ্রহণ করছে এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান হালাল করেছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো: তারা যেন এমন কাউকে তোমাদের বহিনায় বসতে না দিয়ে যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা তা করে, তবে তাদের হালকা প্রহার করতে পারো (যা কষ্টদায়ক নয়)। আর তাদের ওপর তোমাদের দায়িত্ব হলো, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।”[হাদীসটি মুসলিম (১২১৮) বর্ণনা করেন]

গ. বাসস্থানরে অধিকার:

এটিও স্ত্রীর অধিকার। স্বামী তার সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য বাসস্থানরে ব্যবস্থা করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ



“তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যত রকম বাসস্থানে থাকো তাদের জন্যও তমেন বাসস্থানরে ব্যবস্থা করবে।”[সূরা তালাক: ৬]

অ-আর্থিক অধিকারসমূহ:

ক. স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিত্তির:

যদি স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে প্রত্যেকে স্ত্রীর মধ্যে রাত্রিযাপন, ভরণপোষণ ও পোশাকরে ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা তার ওপর কর্তব্য।

খ. সদাচরণ (উত্তম ব্যবহার):

স্বামীর ওপর কর্তব্য হলো স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, নম্র হওয়া এবং এমন সব কাজ করা যা তার হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে বসবাস করো।”[সূরা নসি: ১৯]

তিনি আরো বলেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“নারীদের উপর যমেন (পুরুষের) অধিকার রয়েছে তমেনি (পুরুষের উপর) নারীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।”[সূরা বাকার: ২২৮]

হাদীসে এসছে: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“তোমরা নারীদের সাথে সদাচরণরে উপদেশে গ্রহণ করো।”[হাদীসটি বুখারী (৩১৫৩) ও মুসলিম (১৪৬৮) বর্ণনা করেন]

স্ত্রীদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে উত্তম আচরণরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত (তিনিহি আমাদরে আদর্শ):

১. যাইনাব বনিতা আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে একই চাদররে নচি ছলাম, হঠাৎ আমার ঋতুস্রাব শুরু হলো। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে ঋতুস্রাবরে কাপড় পরলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসে করলেন: “তোমার কী ঋতুস্রাব হয়েছে?” আমি বললাম: ‘হ্যাঁ।’ তখন তিনি আমাকে ডেকে আবার তাঁর সঙ্গে একই চাদররে নচি নলিনে। তিনি আরো বলেন:



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় আমাকে চুমু দতিনে এবং আমি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের গোসল করতাম। [হাদীসটি বুখারী (৩১৬) ও মুসলিম (২৯৬) বর্ণনা করেন]

২. উরওয়া ইবনু যুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আমি দেখেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাবশরি মসজিদে বর্শা দিয়ে খলোধুলা করতেন। তিনি আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আড়াল করলেন যাতা আমি তাদের খলো দেখতে পারি এবং আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ না আমি নিজের সরে গেলোম। [হাদীসটি বুখারী (৪৪৩) ও মুসলিম (৮৯২) বর্ণনা করেন]

৩. আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায পড়তেন এবং বসে কীরাত করতেন। যখন প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকত, তখন দাঁড়িয়ে সগেলো পড়তেন, তারপর রুকু ও সজিদা করতেন। দ্বিতীয় রাকাতও একইভাবে করতেন। নামায শেষে যদি আমি জিগে থাকতাম, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন, আর যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম, তবে তিনি শূয়ে পড়তেন। [হাদীসটি বুখারী (১০৬৮) বর্ণনা করেন]

গ. স্ত্রীর ক্ষতিনা করা:

এটি ইসলামের মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত। অপরচিত মানুষের ক্ষতকরা যদি হারাম হয়, তবে স্ত্রীর ক্ষতকরা তাও আরও বেশীমাত্রায় নিষিদ্ধ।

উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ক্ষতকরা যাবে না এবং ক্ষতের প্রত্যদিনও ক্ষতকরা যাবে না।” [ইবনে মাজাহ ২৩৪০। হাদীসটি ইমাম আহমদ, হাকমে, ইবনু সালাহ ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। দেখুন: খুলাসাতুল বাদরুল মুনির (২/৪৩৮)]

এই বিষয়ে শরীয়ত আরও যে বিষয়টির প্রতি সতর্ক করেছে তা হলো: মারধর যেন কষ্টদায়ক না হয়।

জাবরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদায় হজের ভাষণে বলেন: “নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো, যদি তারা তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের বহিনায় বসতে দেয়, তবে তাদের এমনভাবে প্রহার করবে যা কষ্টদায়ক নয়। আর তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে (লোকাচার অনুযায়ী) খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের দায়িত্ব।” [হাদীসটি মুসলিম (১২১৮) বর্ণনা করেছেন]

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহ

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারসমূহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। বরং স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারের চেয়ে বেশী গুরুত্ববহ। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“নারীদরে উপর যমেন (পুরুষের) অধিকার রয়েছে তমেনি (পুরুষের উপর) নারীদরেও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। তবে তাদের উপরে পুরুষদরে একটি (বিশিষে) মর্যাদা রয়েছে।” [সূরা বাকারা: ২২৮]

জাসসাস রাহমিহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অপরের ওপর অধিকার রয়েছে এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর একটি বিশিষে অধিকার রয়েছে, যা স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর নাই।

ইবনুল আরাবী বলেন: ‘এটি স্পষ্ট দলিল যে, ববাহসংক্রান্ত অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও অগ্রাধিকারযোগ্য।’

স্বামীর অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে:

ক. আনুগত্য করার আবশ্যিকতা:

আল্লাহ তাআলা পুরুষকে নারীর উপর অভিব্যক্তি ও দায়িত্বশীল করছেন; নরিদশেনা, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে, যমেনভাবে শাসক তার প্রজাদরে দায়িত্ব পালন করে। এটি এজন্য যে, আল্লাহ পুরুষকে কিছু শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যে নারীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তার ওপর আর্থিক দায়িত্ব আরোপ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“পুরুষরো নারীদরে তত্ত্বাবধায়ক; কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনরে উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা (পুরুষরো) তাদের সম্পদ থেকে (নারীদরে জন্য) ব্যয় করে থাকে।” [সূরা নসি: ৩৪]

ইবনে কাসরি রাহমিহুল্লাহ বলেন:

আলী ইবনে আবিতালহা (রহঃ) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন: “পুরুষরো নারীদরে উপর কর্তৃত্বশীল” এর অর্থ হলো: তারা তাদের উপর শাসকস্বরূপ। অর্থাৎ নারী আল্লাহর নরিদশে অনুযায়ী স্বামীর আনুগত্য করবে। আর স্বামীর আনুগত্য হলো— সে তার পরিবাররে কল্যাণ করবে এবং তার সম্পদরে হফোজত করবে।” মুকাতলি, সুদ্দি ও দাহহাকও একই কথা বলেছেন। [তাফসরি ইবনে কাসীর (১/৪৯২)]

খ. স্বামীর জন্য নিজেকে ভোগ করার সুযোগ করে দেওয়া:

স্ত্রীর উপর স্বামীর আরকেটি অধিকার হলো: স্ত্রী তাকে উপভোগ করার সুযোগ দবে। যদি কোনো পুরুষ এমন কোনো



নারীকে ববাহ করে য়ে সহবাস করার উপযুক্ত, তখন চুক্তরি মাধ্যমহে স্বামী চাওয়ামাত্র স্ত্রীর কর্তব্য হবো নজিকে স্বামীর কাছো সমর্পণ করা।

তবো শরত হলো: স্বামী তার নগদ প্রদয়ে মোহরানা আদায় করে দবো এবং স্ত্রী যদি প্রস্তুতরি জন্য সময় চায় (যমেন দুই বা তনি দিন) তবো তাকে সেই সময় দেওয়া হবো। কারণ এটি তার প্রয়োজন এবং সাধারণ প্রচলনও এমন।

স্ত্রী যদি কোনো শরঈ ওজর যমেন: হায়যে, ফরয রোযা, অসুস্থতা ইত্যাদি ছাড়া স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়, তবো সে গুনাহরে মধ্যো পততি হবো এবং কবীরা গুনাহ করেছে বলে গণ্য হবো।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে শয্যায় আহ্বান করে আর সে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্বামী তার ওপর রাগ করে রাত কাটায়, তখন সকাল পর্যন্ত ফরেশেতারা তাকে অভিশাপ দতি থাকো।”[হাদীসটি বুখারী (৩০৬৫) ও মুসলিম (১৪৩৬) বর্ণনা করেন]

গ. স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে ঘরে প্রবশে অন্মত না দেওয়া:

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার হলো— সে যনে তার ঘরে এমন কাউকে প্রবশে করতো না দেয় যাকে স্বামী অপছন্দ করে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “স্বামী উপস্থতি থাকা অবস্থায় তার অন্মত ছাড়া কোনো নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা হালাল নয় এবং তার ঘরে (কারো প্রবশে) অন্মত দেওয়া বধৈ নয়...”[হাদীসটি বুখারী (৪৮৯৯) ও মুসলিম (১০২৬) বর্ণনা করেন]

সুলাইমান ইবনে আমর ইবনে আহওয়াস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার পতি আমাকে জানয়িছেন যো, তনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে বদীয় হজো উপস্থতি ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলো, উপদশে দলিলো। তারপর বললো:

“তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদশে গ্রহণ করো। তারা তোমাদের কাছো আটক। স্পষ্ট কু-কাম করা ছাড়া তাদের বিষয়ো তোমাদের কোনো কিছু করার অধিকার নহৈ। যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে শয্যায় পরতি্যাগ করো এবং হালকা প্রহার করো (যা কষ্টদায়ক নয়)। আর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তবো তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ খুঁজো না। নশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়ছে এবং তোমাদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার রয়ছে। তোমাদের অধিকার হলো— তারা যনে তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের বহিনায় বসতো না দেয় এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবশে করতো না দেয়, যাকে তোমরা অপছন্দ করো। আর তাদের অধিকার হলো— তোমরা তাদেরকে ভরণপোষণ দেয়ার ক্ষত্রে তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো।”[হাদীসটি তিরমযী (১১৬৩) বর্ণনা করেন। তনি বলেন: এটি হাসান সহীহ। ইবনে মাজাহ (১৮৫১)]



জাবরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “স্ত্রীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানতের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করছে এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান হালাল করছে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো— তারা যেন তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদের বহিনায় বসতে না দেয়। যদি তারা এমন কিছু করে তবে তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করবে যা কষ্টদায়ক নয়। আর তাদের অধিকার হলো— তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে (লোকাচার অনুযায়ী) তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।” [হাদীসটি মুসলিম (১২১৮) বর্ণনা করেন]

ঘ. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বেরে না হওয়া:

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: সে যেন স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বেরে না হয়।

শাফরী ও হাম্বলী আলমেরা বলেন: ‘স্ত্রীর জন্য তার অসুস্থ পতিকে দেখতে যাওয়া স্বামীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয় এবং স্বামী চাইলে এতে তাকে বাধা দিতে পারে। কারণ স্বামীর আনুগত্য করা ফরয। আর যা ফরয নয় তার জন্য ফরয কাজ ত্যাগ করা বৈধ নয়।’

ঙ. শাসন করা:

স্ত্রী যদি স্বামীর ভালো আদর্শে অমান্য করে, পাপের আদর্শে নয়; তবে স্বামীর জন্য তাকে শাসন করা বৈধ। কারণ আল্লাহ তাআলা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নারীদের শয্যা আলাদা করা ও হালকা প্রহারের মাধ্যমে শাসন করার নির্দেশে দিয়েছেন।

হানাফী আলমেরা চারটি ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে শাসন করা (হালকা প্রহার) বৈধ বলছেন। সেগুলো হলো:

১. স্বামী সাজগোজ করা চাইলে স্ত্রী যদি তা না করে।

২. স্ত্রী পবিত্র অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও স্বামীর শয্যার আহ্বানে সাড়া না দিলে।

৩. নামাজ না পড়লে।

৪. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বাইরে গেলে।

শাসন করা বৈধ হওয়ার পক্ষ দলীলসমূহ:

আল্লাহর বাণী:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ



“আর যবে নারীদরে মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদরেককে (প্রথম) উপদশে দাও, (তাতে কাজ না হলে) বহিনায় তাদরেককে বর্জন করো এবং (তাতেও ফল না দিলে) তাদরেককে (মৃদু) প্রহার করো।”[সূরা নসি: ৩৪]

আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নজিদরেককে ও তোমাদরে পরবার-পরজিনকে (জাহান্নামরে) আগুন থেকে রক্ষা করো; যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”[সূরা তাহরীম: ৬]

ইবনে কাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলছেন: তুমি তোমাদরে পরবারকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশে করবে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে নষিধে করবে। আল্লাহর আদেশে বাস্তবায়নে তাদরে তত্ত্বাবধান করবে, তাদরেককে নরিদশে দবি ও সাহায্য করবে। আর যখন তাদরে মধ্যে আল্লাহর অবাধ্যতা দেখবে তখন তাদরেককে তা থেকে বরিত রাখবে এবং কঠোরভাবে নষিধে করবে।

অনুরূপ কথাই বলছেন দাহহাক ও মুকাতলি: একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো: তার আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী ও অধীনস্থদেরকে আল্লাহ যা ফরয করছেন এবং যা নষিদিধ করছেন তা শক্তি দাওয়া।”[তাফসরি ইবনে কাসীর (৪/৩৯২)]

চ. স্ত্রীর স্বামীর সর্বো করা:

এ বিষয়ে বহু দলিল রয়েছে। যার কিছু আগাই উল্লেখ করা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বো করা প্রচলতি রীতি অনুযায়ী আবশ্যিক। এই সর্বো পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন হয়। গ্রাম্য নারীর সর্বো শহুরে নারীর সর্বো মতো নয়। আর শক্তিশালী নারীর সর্বো দুর্বল নারীর সর্বো মতো নয়।”[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৪/৫৬১)]

ছ. স্ত্রী নজিকে সমর্পণ করা:

যখন ব্যয়ের চুক্তির শর্তগুলো পূরপূর্ণ হয় এবং চুক্তিটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তখন স্ত্রীর ওপর আবশ্যিক তার নজিকে স্বামীর কাছে সমর্পণ করা এবং স্বামীকে উপভোগ করার সুযোগ দেওয়া। কারণ বিবাহ-চুক্তির মাধ্যমে স্বামী একটি বিনিময়ের অধিকারী হয়। সটেই হলো— স্ত্রীকে উপভোগ করা। আর স্ত্রী আরকেটি বিনিময়ের অধিকারী হয়। সটেই হলো— মোহরানা।

জ. স্বামীর সাথে স্ত্রীর সদ্ভাবে জীবনযাপন:



এটি আল্লাহ তাআলার বাণীর ভিত্তিতে:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“নারীদের উপর যমেন (পুরুষের) অধিকার রয়েছে তমেনি (পুরুষের উপর) নারীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।” [সূরা বাকারা: ২২৮]

ইমাম কুরতুবি রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: ‘স্ত্রীদের যমেন অধিকার আছে: উত্তম সঙ্গ ও সুন্দর আচরণের ক্ষেত্রে, তমেনি তাদের উপরও স্বামীদের প্রতি আনুগত্যের কর্তব্য রয়েছে, যা আল্লাহ তাদের ওপর ফরয করছেন।’

আরকে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: ‘স্ত্রীদের অধিকার হলো: স্বামীরা যেন তাদের ক্ষতি না করে, যমেনভাবে স্ত্রীদের উপরও স্বামীদেরকে ক্ষতি না করার কর্তব্য রয়েছে।’ [তাবারী]

ইবনে যাইদ বলেন: “তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, যমেনভাবে নারীরা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।”

বক্তব্যগুলোর অর্থ কাছাকাছি এবং এই আয়াত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সকল অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। [তাফসীরুল কুরতুবি (৩/১২৩-১২৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।